কুষ্টিয়ায় সর্বোচ্চ ৪৩২ জনের শরীরে করোনা পজিটিভ শনাক্ত

কুষ্টিয়ার ডেডিকেটেড করোনা হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরো ২০ জন করোনা রোগী মৃত্যু বরণ করেছে। রবিবার সকাল ৮ টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮ টা পর্যন্ত শেষ ২৪ ঘণ্টায় তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার নিশ্চিত করে বলেছেন, এদের মধ্যে ১৭ জন করোনা আক্রান্ত ছিলেন এবং ৩ জন করোনা উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। এর আগের ২৪ ঘণ্টায় এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১৯ রোগীর মৃত্য হয়েছিল।

এনিয়ে গত ৪৮ ঘণ্টায় কুষ্টিয়ায় হাসপাতালে ৩৯ জন করোনা রোগী প্রাণ হারায়। আর কঠোর লকডাউনের গত ১৫ দিনে কুষ্টিয়ায় প্রাণ হারান ১২২ জন এবং আক্রান্ত হন ২ হাজার ৫শ ৪৪ জন। সরেজমিনে হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, ডেডিকেটেড করোনা হাসপাতাল হিসেবে ঘোষিত কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের দোতলার সবগুলো ওয়ার্ডে করোনা রোগীতে ঠাসা। শয্যা না পেয়ে মেঝে ও বারান্দায় ঠাসাঠাসি করে রোগীর স্বজনরা সেখানেই শয্যা করেছেন।

জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ হাফিজ শেখ চ্যালেঞ্জের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের শতাধিক সেচ্ছাসেবক সেখানে নিয়মিত কাজ করছেন। তিনি জানান, বিরামহীণ ভাবে আমাদের ছেলেরা রোগীদের ভর্তি, অক্সিজেন সরবরাহসহ সব সহযোগিতা দিচ্ছে। পাশাপাশি রোটারি ক্লাবের সংগঠক তুষার রতনের নেতৃত্বে আরো একটি স্বেচ্ছাসেবক দল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ও হোম আইসোলেশনে থাকা রোগীদের নানান ভাবে সহায়তা করছেন। রতন বলেন, আমরা হাসপাতালে ভর্তি ও বাড়িতে থাকা মুমুর্ষ রোগীদের জন্যেই বিনামুল্যে যখন যা প্রয়োজন সেইসব সহায়তা দিচ্ছি।

২৫০ শয্যার এই হাসপাতালে সোমবারও প্রায় ৩শ করোনা রোগী ভর্তি রয়েছেন। এখানে ৪ শয্যার আইসিইউর পাশাপশি ১০ শয্যার হাই ফ্লু ন্যাজাল ক্যানুলা রয়েছে। সেখানে পর্যায়ক্রমে মুমুর্ষ রোগীদের অক্সিজেন সহায়তা দেয়া হচ্ছে এবং বেশির ভাগই সাধারণ সিলিন্ডারে অক্সিজেন সহায়তা নিচ্ছেন। গত রবিবার একটি ওয়ার্ডে ৩০টি বেডে সেন্ট্রাল অক্সিজেন চালু করা হয়েছে। আরো একটি ওয়ার্ডে সেন্ট্রাল অক্সিজেন চালুর চেষ্টা করছে কর্তৃপক্ষ। কুষ্টিয়া জেনারেল

হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার তাপস কুমার সরকার বলেন, ২৫০ বেডের বিপরীতে আমার এখানে বর্তমানে রোগী ভর্তি আছে প্রায় ৩০০জন। আমরা সাধ্যমত সেবা দিয়ে যাচ্ছি। তবে অক্সিজেনের সংকট ছিলো কিন্তু সোমবার কবেশ কিছু অক্সিজেন পাওয়া গেছে। স্থানীয় সাংসদ ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ হাসপাতালে বেশকিছু সিলিন্ডার সরবরাহ করছেন। এতে করে সংকট কিছূটা লাঘব হয়েছে। তবে রোগী বাড়ায় সংকট মিটছে না। সেন্ট্রাল অক্সিজেন চালু করা হচ্ছে।

আশা করছি সংকট কেটে যাবে। অন্যদিকে ১৩ দিন বন্ধ থাকার পর গতকাল থেকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আউটডোর সেবা কার্যক্রম পাশের বেসরকারি মজিবুর রহমান ডায়াবেটিক হাসপাতালে শুরু হয়েছে। কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. আনোয়ারুল ইসলাম জানান, নন কভিড রোগীরা করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে হাসপাতালের সেবা পাবেন। এদিকে কুষ্টিয়া জেলা জুড়ে কঠোর লকডাউনের ১৫তম দিনেও সোমবারও মানুষজনকে অবাধে চলাচল করতে দেখা গেছে। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় কুষ্টিয়ায় আজ রেকর্ড ১২২১ নমুনা পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ৪৩২ জনের শরীরে করোনা পজিটিভ শনাক্ত।

কালীগঞ্জে কলেজ মাঠে হাটু পানি, মাছ ধরায় ব্যস্ত শিশু- কিশোররা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার সরকারি মাহতাব উদ্দিন কলেজ মাঠে বৃষ্টিতে দীর্ঘদিন হাটু পানি জমেছে। আর এই পানিতেই মাছ ধরায় ব্যস্ত সময় পার করছে শিশু-কিশোররা। মাছ ধরতে এখন প্রতিনিয়ত মানুষ আসছে কলেজের মাঠে। দেখে মনে হচ্ছে এটি কোন মাছে ভরা পুকুর কিংবা বিল।

সোমবার সকালে সরেজমিনে কলেজ মাঠে গিয়ে দেখা যায়, কলেজটির পুরো মাঠজুড়ে পানিতে টইটুম্বুর। ঢেউ খেলছে পানিতে। ২য় তলা ভবনের নিচতলার প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে পানি উঠে গেছে। এরইমধ্যে বেশ কয়েকজন ছিপ (বরষি) দিয়ে মাছ ধরছেন। ইতিমধ্যে তারা কিছু মাছও পেয়েছেন।

মাছের মধ্যে রয়েছে দেশি শৈল, মৃণাল কাপ, দেশি পুটি, কৈ, টাকি মাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ।

একেকজন প্রায় ২/৩ কেজি করে মাছ পাচ্ছেন। কলেজপাড়া এলাকার সুজল কুমার নামের এক স্কুল ছাত্র জানান, স্কুল বন্ধ থাকার কারণে কলেজ মাঠে প্রায় প্রতিদিনই ছিপ ফেলে মাছ ধরি। এখানে আশেপাশের অনেকেই মাছ ধরতে আসে। বিভিন্ন দেশি প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। কলেজটির প্রাক্তন ছাত্র ওসমান গনি জুয়েল বলেন, এর আগে দেখেছি কলেজ মাঠ ছিল সবুজে ঘেরা। আর এখন দেখছি পানিতে ভরা।

শিশু-কিশোররা আগে যেখানে খেলা করতো, এখন সেখানে মাছ ধরছে। এমন একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে পানি জমে থাকলেও তা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না করাটা দুঃখজনক। সরকারি মাহতাব উদ্দিন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আশরাফ উদ্দিন বলেন, পাশে একটি সড়ক নির্মানের সময় শ্রমিকেরা কলেজের পানি বের হওয়া একমাত্র কালভার্টটি ইট-পাথরের খোয়া দিয়ে বন্ধ করে ফেলায় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি ইউএনও ও কালীগঞ্জ পৌরসভার মেয়রকে জানানো হয়েছে। অচিরেই পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

দামুড়হুদায় কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান

দামুড়হুদায় কর্মহীন অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান দামুড়হুদা উপজেলার হাউলি ইউনিয়নের করোনাকালে অসহায় কর্মহীন হয়ে পড়া ৪০০ পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

সোমবার ১১ টা সময় হাউলি ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রসাশক নজরুল ইসলাম সরকার স্বাস্থ্যবিধি মেনে অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা তুলে দেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন-দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান ও হাউলি ইউপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন। সচিব নাঈম হোসেন সহ বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।

জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার এসময় বলেন, করোনা থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের সরকারের দেওয়া সকল ধরনের বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে। ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে করোনার উপসর্গ। কয়েকদিনের ব্যবধানে মৃত্যুর হার বেড়েই চলেছে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সচেতন মহল, সাধারণত এসময় করোনার সংক্রমণ হার বেড়েই চলেছে, হাসপাতালগুলোয় ৬০ ভাগ বয়স্ক মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি থাকেন।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ঠাকাতে এই নাগরিকদের সতর্কভাবে ঘরে থাকার পরামর্শ দেন তিনি। আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে করোনার। এ জন্য সবার মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এলাকায় নতুন করে যাতে আক্রান্ত না হয়, আমাদের সবাই কে সজাগ থাকার জন্য পরামর্শ দেন আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। এ জন্য সবার মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

মানবতার সেবায় কাজ করে যাচ্ছেন মিরপুরের যুবলীগ নেতা বিটু

“মানুষ. মানুষের জন্য.. জীবন জীবনের জন্য.. একটু সহানূভূতি কি মানুষ পেতে পারে না ও বন্ধু! হ্যাঁ সমাজের কিছু মানুষ এখনো রয়েছে যারা বিপদে নিজের সবটুকু দিয়ে মানুষের পাশে দাড়াঁয়, সাহায্য-সহানুভূতির মাঝে অসহায়, দুঃস্থ্য মানুষের পাশে সমাজের অনেকেই দাড়াঁয় বিশেষ করে এ ভয়াবহ কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস)সংক্রমনের সংকট কালীন সময়ে কেউ নীরবে আবার কেউ প্রকাশ্যে সহযোগিতা করে যাচ্ছে অসহায়, দুঃস্থ্য, প্রতিবন্ধী, কর্মহীন, ঘর বন্দী মানুষ দের।

তবে এ সংকটকালীন সময়ে আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকা কিছু মানবিক মানুষের মধ্যে অন্যতম একজন সাদা মনের মানুষ হলেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বাসিন্দা শাকিলুর রহমান বিটু। তিনি মিরপুর উপজেলা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

উপজেলার চুনিয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা তরুন সমাজ সেবক শাকিলুর রহমান বিটু অতীতের মতো এখনো মানব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। ভয়াবহ করোনা ভাইরাস সংক্রমনের এ সংকট কালীন সময়ের শুরু থেকে অসহায়, দুঃস্হ, কর্মহীন, শিশু, প্রতিবন্ধী এবং ঘর বন্দী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কখনো নিজের উদ্যোগে তিনি পিপিই, মাস্ক,হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান, শিশু খাদ্য, রান্না করা খাবার, চাউল,ডালের মতো খাদ্য সামগ্রী বিতরন করেছেন।

শাকিলুর রহমান বিটু জানায়, করোনা ভাইরাস সংক্রমনের শুরু থেকে আজ অবধি আমি আমার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে আমার সাধ্য অনুযায়ী মানুষ কে সহযোগিতা করে আসছি। মানুষের মাঝে রান্না করা খাবার বিতরন এছাড়াও অসহায়, দুঃস্থ্য, প্রতিবন্ধী, কর্মহীন, ঘর বন্দী এবং শিশুদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী, রান্না করা খাবার, বিতরন করে যাচ্ছি।

এছাড়াও প্রতিনিয়ত আমি পিপিই, মাস্ক,হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান বিতরণ করে চলেছি। বর্তমানে কঠোর এ লকডাউনের সময় আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভ্যানচালক ও অটোচালকসম কর্মহীনদের মাঝে চাল ও মসুরের ডাল তাদের বাড়ী বাড়ী পৌঁছে দিয়ে থাকি। যাতে করে তাদের কিছুটা হলেও উপকারে আসে।

তবে এমন মহতি কাজের সাথে তার আত্মিয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব তাকে সহযোগীতা করে থাকে বলেও জানান তিনি। বিটু আরো জানায়, যত দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকি তত দিন পর্যন্ত মানুষের সেবায় নিজেকে উজাড় করে দিবো আমার সাধ্য অনুযায়ী আমি মানুষ কে সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছি এবং আজীবন করবো ইনশাল্লাহ্।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের দামুড়হুদায় লকডাউন কার্যক্রম পরিদর্শন

দামুড়হুদা উপজেলা জুড়ে চলমান লকডাউনের ৫ম দিনে চুয়াডাঙ্গা জেলার জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার লকডাউন কার্যক্রম পরিদর্শন

জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। অপ্রয়োজনে বাড়ির বাহিরে বের হবেন না। নিজে ও পরিবার সুস্থ রাখতে সরকারের দেওয়া সকল নির্দেশনা মেনে চলুন। লকডাউন বাস্তবায়ন প্রশাসন কে সহযোগিতা করুন।

কুষ্টিয়ায় সেতু এনজিও পক্ষ থেকে অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণ

করোনা আক্রান্তদের সেবা নিশ্চিতে সেতু এনজিও পক্ষ থেকে বিনামূল্যে ১০টি অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে সেতু এনজিও এর সভাপতি শহিদুল্লাহ সেখের পক্ষ থেকে ১০ টি অক্সিজেন সিলিন্ডার কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ তাপস কুমার সরকারের হাতে সিলিন্ডারসহ সুরক্ষা সামগ্রী তুলে দেন।

সেতু এনজিও সূত্র জানায় করোনার শুরু থেকেই সেতু এনজিও অসহায় মানুষের পাশে রয়েছে। সরকারি সকল নির্দেশনা অনুযায়ী অসহায়দের খাদ্য সহায়তা, করোনা থেকে সুরক্ষিত রাখতে জনসাধারণের মাঝে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া করোনা আক্রান্ত রোগীদেরকেও সহযোগীতা করা হয়েছে।

এ সময় বিশিষ্ট ব্যবসায়িক, রোটারিয়ান ও জেলা আওয়ামীলীগের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক অজয় সুরেখা, সেতু এনজিও পরিচালক মফিজুল ইসলাম, সমন্বয়কারী নাজমুন নাহার, অর্থ ব্যবস্থাাপক সাহানাজ পারভীন, আইটি সম্পাদক সঞ্জয় কুমারসহ চিকিৎসকের কর্মকর্তাসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

সেতু সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আব্দুল কাদের জানান, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী করোনায় রোগীদের সেবা নিশ্চিত করতে অন্যান্যদের পাশাপাশি সেতু এনজিও রয়েছে। করোনার শুরু থেকেই কর্মহীনসহ অসহায়দের খাদ্য সহায়তা দিয়ে এসেছি।

করোনা আক্রান্তদের সেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে বিনামূল্যে অক্সিজেন

সিলিন্ডার দেয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সময় বিনামূল্যে মাস্ক ও হ্যান্ডস্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ২৪ ঘন্টায় করোনা ও উপসর্গে ৮ জনের মৃত্যু

ঝিনাইদহে দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল। লকডাউন দিয়ে মানুষ চলাচল ও দোকানপাট বন্ধ করেও যেমন সংক্রামন কমানো যাচ্ছে না তেমনি কমছে না মৃত্যুর হার। লকডাউনের ৫ম দিনেও ঝিনাইদহে করোনায় শনাক্ত ও মৃত্যু উদ্বেগজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম জানান, সোমবার ঝিনাইদহ ল্যাবে পরীক্ষা করা ২৫০টি নমুনার ফলাফল এসেছে। এদের মধ্যে ৮৬ জনের করোনা পজিটিভ এসেছে।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় ঝিনাইদহের বিভিন্ন উপজেলায় করোনায় ৬ জন ও উপসর্গ নিয়ে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে পারে।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা: লিমন পারভেজ বলেন, তাদের অনেক সীমাবদ্ধতার পরও ২৪ ঘন্টা সাধ্যমতো সেবা পাচ্ছেন রোগীদের। হাসপাতালে লোকবলের সংকট থাকায় সেবা কিছুটা বিঘাত হচ্ছে বলে তিনি জানান।

জীবননগরে নবাগত ইউএনও’র

যোগদান

জীবননগর উপজেলায় নবাগত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আরিফুল ইসলাম যোগদান করেছেন। সোমবার আনুষ্ঠানিক ভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। এর আগে সুনামগঞ্জের ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা হিসাবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

গত ২৮ জুন খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার মাহমুদুর রহমান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে পদায়ন করা হয় চৌকস এই প্রশাাসনিক কর্মকর্তাকে ।

গ্রামের বাড়ি পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার রূপপুর গ্রামে। বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের অপর এক আদেশে জীবননগর উপজেলায় কর্মরত নির্বাহী অফিসার এস, এম, মুনিম লিংকনকে যশোর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে বদলী করা হয়।

নবাগত ইউএনও আরিফুল ইসলাম, মহামারী করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রন ও উপজেলার সকল শ্রেণীর মানুষকে সঙ্গে নিয়ে জীবননগর উপজেলাকে আরো এগিয়ে নিতে চান।

আরিফুল ইসলামের যোগদানে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবু,সাধারন সম্পাদক জামাল হোসেন খোকন,জীবননগর সেচ্ছাসেবী সংগঠন জীবননগর বন্ধু ফাউন্ডেশনের উপদেষ্ঠা সাংবাদিক মাজেদুল মিল্টন,সভাপতি মিঠুন মাহমুদ,সহ-সভাপতি চাষী রমজান,সাধারন সম্পাদক শরিফুল ইসলাম উজ্বলসহ সংগঠনের সদস্যরা।

ফোন করলেই ফ্রি তে বাড়ি পৌছে দিবে অক্সিজেন ঝিনাইদহ জেলা

বিএনপি

‘ভীড়ে নয়, নীড়ে থাকুন, বাসার বাইরে গেলে মাস্ক পরুন’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে করোনায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য ফ্রি অক্সিজেন সেবা কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার সকালে শহরের এইচ এস এস সড়কের জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন জেলা বিএনপির আহবায়ক এ্যাড. এস এম মশিয়ুর রহমান। এ সময় সদস্য সচিব এ্যাড. এম এ মজিদ, যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল মালেক, আক্তারুজ্জামান, জাহিদুজ্জামান মনা, পৌর বিএনপির আহবায়ক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, সদস্য সচিব মাহবুবুর রহমান শেখর, থানা বিএনপির আহবায়ক মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু ও থানা বিএনপির সদস্য সচিব আলমগীর হোসেনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ১৫ টি অক্সিজেন সিলিন্ডার সব সময় প্রস্তুত রাখা হয়েছে। একটি মেডিকেল টিম এই অক্সিজেন সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। করোনায় আক্রান্ত মুমুর্ষ রোগীরা মোবাইলে যোগাযোগ করলে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে এই অক্সিজেন সিলিন্ডার।

অক্সিজেন ফুরিয়ে গেলে আবার নতুন করে দেওয়া হবে। তারুণ্যের অহংকার ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের সার্বিক নির্দেশনায় এই সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বলে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এড এম এ মজিদ জানান। জরুরী প্রয়োজনে ০১৯১১-১৩৩৫০৯, ০১৭৭৬-২৫৩০৪৮, ০১৭১১-৩৫২৯৮৩, ০১৯২৮-৭০৪৯৪৭ এই নম্বারের মোবাইলে যোগাযোগ করার জন্য বলা হয়েছে। ফোনে জানানোর সাথে সাথে সিলিন্ডার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে বলেও বিএনপি নেতা মজিদ জানান।

অসহায় রনজু খাতুনের পাশে

দাড়ালেন ইউএনও এসএম শাহীন

পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খবর প্রকাশের পর অসহায় বিধবা রনজু খাতুনের পাশে দাঁড়িয়েছেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এসএম শাহীন। তিনি সোমবার ওই বিধবা নারীর হাতে এক মাসের খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ তুলে দেন এবং নতুন প্রকল্প আসলে নতুন বাড়ি নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন।

সুত্রমতে রনজু খাতুনের স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে সে বিভিন্ন মানুষের বাড়ীতে কাজ করতেন। এখন বয়স হয়েছে। কাজ করতে পারেন না। মাথা গোজার একখন্ড জমি বা ঘরও নেই তার। পরের জমিতে রনজু খাতুন নাতি-নাতনী নিয়ে বসবাস করেন। অসচ্ছল পরিবার হওয়ায় দিন চলে অর্ধাহারে অনাহারে।

রনজু খাতুন তার স্বামী মারা যাওয়ার পর পাগলাকানাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বরদের কাছে একাধিকবার ঘুরেও কোন সরকারি প্রণোদনা পাননি।

এ নিয়ে বিভিন্ন দৈনিকে খবর প্রকাশিত হলে বিষয়টি স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নজরে পড়ে। তিনি সাংবাদিকদের মাধ্যমে ওই নারীর খোঁজ-খবর নিয়ে তার পাশে দাঁড়ানোর আগ্রহ প্রকাশ করেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এসএম শাহীন ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুল হাই সিদ্দিকী তার বিধবা ভাতার কার্ডও করে দেন।